কুষ্টিয়া-২ আসনে নৌকার মনোনয়ন কিনলেন কামারুল আরেফীন

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গত শনিবার সকাল থেকেই মনোনয়ন ফরম বিক্রি শুরু করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। এরই ধারাবাহিকতায় কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে প্রার্থী হতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করলেন দেশসেরা উপজেলা চেয়ারম্যান মিরপুর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন।

গতকাল রবিবার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে অবস্থিত আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন তিনি।

আর্তমানবতার সেবা ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইতিমধ্যে তিনি দলীয় নেতাকর্মী ও এলাকাবাসীর আশা-আকাঙ্খার প্রতীক হয়ে সফল জননেতা হিসেবে উপজেলাবাসীর কাছে সমাদৃত তিনি।

কামারুল আরেফীন বলেন, ছাত্রজীবন থেকে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। দীর্ঘদিন ধরে দলকে সুসংগঠিত করার পাশাপাশি মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে আসছি। বিপদ-আপদে সব সময় এলাকাবাসী ও দলীয় নেতাকর্মীদের পাশে ছিলাম। সাহায্য সহযোগীতা করছি গরিব দুঃখী, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে। সেবার পরিধি বাড়াতে দলীয় নেতাকর্মী ও এলাকাবাসীর অনুরোধে এমপি হওয়ার লক্ষে কাজশুরু করেছি। আমার দৃঢ বিশ্বাস দল আমাকে মনোনয়ন দেবেন। শুধু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি নয়, এমপি হতে পারলে অবেহেলিত মিরপুর উপজেলার প্রত্যান্ত অঞ্চলেও উন্নয়নের সারথী হয়ে এই উপজেলাকে একটি উন্নয়নের মডেল হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে জানান তিনি।

তিনি বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন কাজের সহযোগী হয়ে মিরপুর-ভেড়ামারাকে স্মার্ট আসন হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করতে চাই। এ কারণেই মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছি। আমি বিশ্বাস করি দলের প্রতি আমার অবদানের কথা বিবেচনায় নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে মনোনয়ন দেবেন।’

তিনি আরও বলেন, ’প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় থাকায় সাধারণ মানুষ আজ নানান সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। বাংলাদেশের উন্নয়ন

হচ্ছে। তাই আগামী নির্বাচনে শেখ হাসিনা সরকারের মনোনীত নৌকার প্রার্থীকে ভোট দিয়ে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন করে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শেখ হাসিনার অগ্রণী ভূমিকা আছে। আর বর্তমান দেশের উন্নয়নের গতিশীলতা জনগণের কাছে দৃশ্যমান। দেশের উন্নয়নে আওয়ামী লীগকে আবারও ক্ষমতায় আনতে হবে।’

মিরপুর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আসলাম আরেফীন সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ জানান, কামারুল আরেফীন মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী একজন সমাজ হিতৈষী সাদা মনের মানুষ। ধর্মীয় কাজ ও শিক্ষা বিস্তারে রয়েছে তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহ। তিনি দীর্ঘদিন ধরে সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করছেন। মিরপুর ও ভেড়ামারা দুইটি উপজেলা নিয়ে একটি আাসন। এই উপজেলার ভোটার সংখ্যা বেশি অথচ ভেড়ামারা উপজেলা ভোটারের সংখ্যা কম হলেও সেখান থেকে এমপি নির্বাচিত হয়ে থাকে। তাই এবারে এই মিরপুর উপজেলা বাসী চান কামারুল আরেফীন এমপি হিসেবে নির্বাচিত হোক। শুধু তাই নয়, তিনি এমপি হলে অবহেলিত জনপথটির আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্রুত উন্নয়ন ঘটবে বলেও জানান তারা।

চুয়াডাঙ্গা ২ আসনে মনোনয়ন তুললেন ১৪ জন আওয়ামীলীগ নেতা

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য দলীয় মনোনয়ন ফরম কিনলেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনে আওয়ামীলীগের ১৪ জন নেতা।

জানাগেছে ১৮ নভেম্বর আওয়ামীলীগের দলীয় মনোনয়ন ফরম বিক্রি শুরু করেছে দলটি। গত দুই দিনে দলীয় মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আজাদুল ইসলাম আজাদ, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মাহফুজুর রহমান মনজু, চুয়াডাঙ্গা জেলা

আওয়ামীলীগের সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ও বর্তমান পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এস এম জাকিরিয়া আলম, জীবননগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল লতিফ অমল, সাধারন সম্পাদক নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় উপ কমিটির ত্রান ও সমাজকল্যাণ সদস্য, চুয়াডাঙ্গা জেলা সমিতির সাধারন সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর্জা শাহারিয়ার মাহমুদ লন্টু, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহ সভাপতি নজরুল মল্লিক, দৈনিক সকালের সময়ের সম্পাদক নৃর হাকিম, কৃষি সম্পাসারন মন্ত্ররালয়ের সাবেক মহাপরিচালক হামিদুর রহমান, কেন্দ্রীয় যুবলীগের সদস্য এ্যাডভোকেট শাহারিয়ার কবির, সাবেক সেনা কর্মকর্তা ও দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি আবু বক্কর, কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের উপ কমিটির তথ্য ও গবেষনা বিষয়ক সদস্য সাদেকুর রহমান বকুলসহ ১৪ জন।

এদের মধ্যে কে পাবে দলীয় মনোনয়ন কে বসবেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের ক্ষমতা সিংহাসনে তা নিয়ে এলকায় চলছে আলোচনা সামালোচনা। কে সে ভাগ্যভান এখন শুধু দেখার পালা।

চুয়াডাঙ্গায় যুব মহিলা লীগের অবস্থান কর্মসূচি ও শো ডাউন

বিএনপি-জামায়াতের ডাকা অবরোধের নাশকত ঠেকাতে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশি আফরোজা পারভীনের নেতৃত্ব অবস্থান কর্মসূচি পালন ও শো ডাউন করেছে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগ।

গতকাল রবিবার সকাল ৯ টা থেকে নেতা-কর্মীদের নিয়ে অবস্থান কর্মসূচি ও ভ্যানযোগে নেতাকর্মীদের নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় বড় বাজার কোর্ট মোড় একাডেমি মোড় রেল স্টেশন এলাকায় সারা দেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি জামায়াতয়ের ডাকা অবরোধ কর্মসূচি বানচান করার জন্য এবং সাধারণ মানুষ ভয় না পেয়ে যাতে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে এই জন্য উৎসাহিত করেন এবং জেলার বিভিন্ন স্থানে শো ডাউন করেন জেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দের।

অবস্থান নেওয়া চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশী আফরোজা পারভিন বলেন, বিএনপি-জামায়াত হরতাল, অবরোধ ও সমাবেশের নামে যাতে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনগণের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি সাধন, রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিনষ্ট এবং ধ্বংসাত্মক অপতৎপরতা নামে নির্বাচন বানচাল করা সহ তারা দেশকে একটি অস্থিতিশীল অবস্থায় নিয়ে যেতে চায়। আমরা তাদের এই সহিংসতার বিরুদ্ধে, জনগণের জানমাল রক্ষায় শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করছি। কোনো ধরনের সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পাশাপাশি চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগ ও সর্বস্তরের নেতাকর্মী সমর্থকদের সর্বাত্মক সতর্ক অবস্থানে থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান তিনি। শো ডাউন শেষে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের কার্যালয়ের সামনে নেতাকর্মীদের নিয়ে শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশি ও চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজা পারভীন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন,সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন, আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন,সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, পূর্ণিমা হালদার, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি খাতুন, মিমি খাতুন, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ রাতুল, সাকিব শেখ , মাহফুজ, আকাশ, কুতুব, রিপন, শাওন, সিফাত, জিরান, সেজান ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ।

দেশে ফিরে সব গুজবের জবাব দিলেন সজীব ওয়াজেদ জয়

দেশে ফিরে পরিকল্পিত গুজব আর প্রোপ্যাগান্ডা জবাব দিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্র, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে ও তথ্যপ্রযুক্তি-বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। শুধুমাত্র হীন রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলেল জন্য তাকে নিয়ে গুজব ছড়িয়েছিলো একটি মহল। শুধু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেই নয়, গুজব ছড়ানোর সামনে ছিলেন একটি বেসরকারি টেলিভিশনের টক শো উপস্থাপকও। তবে সব গুজব মিথ্যা প্রমাণ করে তিনি দেশে ফিরে তরুণ উদ্ভাবকদের হাতে তুলে দিলেন জয় বাংলা ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড-২০২৩।

সজীব ওয়াজেদ জয়ের সম্পদ যুক্তরাষ্ট্রে বাজেয়াপ্ত’ , ‘ইন্টারপোলের মাধ্যমে সজীব ওয়াজেদ জয় গ্রেফতার’, ‘ভিসা নিষেধাজ্ঞায় জয়’, জয়ের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের কড়া চিঠি’, ‘যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে পালিয়েছেন জয়’ – এমন অনেক অপপ্রচার চালানো হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে। যদিও তিনি বিভিন্ন সময় যুক্তরাষ্ট্রে তার অবস্থানের বার্তা নানাভাবে। সর্বশেষ তিনি তার মা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিনে একটি পারিবারিক ছবি পোস্ট করেছেন ভার্জিনিয়ার একটি গলফ ক্লাবে। মায়ের জন্মদিনে উপলক্ষে গত ২৯ সেপ্টেম্বর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি ছবি প্রকাশ করেন সজীব ওয়াজেদ। এই ছবিতে দেখা যায়, সজীব ওয়াজেদ তার পরিবার নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন তার গলফ ক্লাবে। ছবির ক্যাপশনে সজীব ওয়াজেদ লেখেন, ‘ভার্জিনিয়ায় গল্ফ ক্লাবে পরিবারের সঙ্গে মায়ের জন্মদিনের ডিনার।’ এই ছবির মাধ্যমে সজীব ওয়াজেদ জয় জানিয়ে দেন, পরিবারসহ তিনি যুক্তরাষ্ট্রেই রয়েছেন। শুধু সমালোচনার জন্যই মিথ্যা বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল তার বিরুদ্ধে। অন্যদিকে তাকে যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ বা ট্রেজারার বিভাগও খুঁজছে না।

সেই ছবি পোস্টের মাত্র ৮ ঘণ্টার মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়। শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্টটিতে কমেন্ট করছেন অনেকেই। সেই সঙ্গে অনেকেই গুজব রটনাকারীদের সমালোচনা করছেন। এক ব্যক্তি লেখেন, ‘এভাবে মাঝে মধ্যে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়া উচিত, না হলে যেভাবে তারা (গুজব রটনাকারীরা) শুরু করেছিলো।’ গুজবকারীদের সমালোচনা করে অনেকেই বলেছেন, ‘সত্য সামনে আসবেই। সমালোচনা-গুজব

সব ব্যর্থ সত্যের কাছে। প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা।’

ছবি পোস্টের পর অপপ্রচার চালানো বন্ধ হয়নি বরং ছবিটি এডিট করে কিংবা ছবির তথ্য সম্পর্কে ভুয়া এনালাইসিস করে বুঝানোর চেষ্টা কড়া হয়েছে ছবিটি অনেক আগে তোলা। যদিও প্রযুক্তিবিদদের মতে, ফেসবুকে আপলোড করা ছবির তথ্য পুনরায় ডাউনলোড করে উদ্ধার করা সম্ভব না।

‘ইন্টারপোলের মাধ্যমে গ্রেফতার শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়’, গত ২৪ অক্টোবর এমন শিরোনামে ভিডিও প্রকাশ করা হয় একটি ফেসবুক পেজ থেকে। এটি প্রচারিত হয় বিএনপি-জামায়াতসংশ্লিষ্ট বেশ কিছু পেজ ও প্রোফাইল থেকে। শুধু তাই নয়, চলতি বছর এমন আরও অনেক গুজব ছড়ানো হয়েছে জয়কে নিয়ে।

সজীব ওয়াজেদ জয়কে নিয়ে অসংখ্য গুজব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ ও কারণ ছাড়াই ফেসবুক ও ইউটিউবে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে এমন সব অদ্ভুত ভিডিও । এসব ভিডিও বেশিরভাগই তৈরি করা হচ্ছে দেশের বাইরে থেকে।

সজীব ওয়াজেদ জয়ের অবস্থান নিয়ে যখন অপপ্রচার তুঙ্গে তখন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মোহাম্মদ এ আরাফাত বলেছেন, বিএনপি-জামায়াতি গুজববাজ গোষ্ঠী গত বেশ কিছু দিন ধরে বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র সজীব ওয়াজেদ জয়কে নিয়ে একটি গুজব ছড়িয়ে যাচ্ছে। তারা বলছে, সজীব ওয়াজেদ জয় নাকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নেই, কারণ তাকে সেখানে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। এদের নিম্নমানের রুচি এবং মিথ্যাচারের কোনো সীমা নেই। এদের রাজনীতি ঘুরপাক খায় নোংরামি, রুচিহীনতা এবং মিথ্যাচারের আবর্তে।

জয়কে নিয়ে অপপ্রচার চালানো হয়েছে কথিত নর্থইস্ট নিউজে। সেখানে চন্দন নন্দী নামে এক সাংবাদিক লিখেছেন -বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পুত্রবধূ ভার্জিনিয়ায় নতুন বাড়ি কিনলেন, কিন্তু ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ছবিতে ‘নিখোঁজ’!

গুজব ছড়ানো হয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হিসেবে জয়ের নিয়োগ নিয়েও। বলা হয় – কোটি কোটি টাকা বেতন নেন সজীব ওয়াজেদ জয়। অথচ প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টার নিয়োগপত্রে বলা হয়েছে- ‘এই নিয়োগ খন্ডকালীন এবং অবৈতনিক’।

জয়কে নিয়ে গুজব চালানো হচ্ছে এটি প্রমাণিত হয় তার ছবি পোস্ট

করার আগেই। কারণ প্রথমে গুজব চালানো হয় – জয়কে যুক্তরাষ্ট্র প্রবেশ করতে দিচ্ছে না সেদেশে। এরপর আবার বলা হয় – জয় যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেফতার। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে না দিলে সেদেশে গ্রেফতার করা হয় কিভাবে- এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে একটি গোষ্ঠী উদ্দেশমূলকভাবে জয়কে নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে।

সামাজিক মাধ্যম পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বাংলাদেশের দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতি ঘোষণার পর থেকে সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিরুদ্ধে গুজবের ডানা মেলে আরও বিস্তর ভাবে। নির্বাচনকে সামনে রেখে বিরোধীপক্ষ যুৎসই আন্দোলন না গড়তে পেরে বারবার ছড়িয়েছে নানা গুজব। এছাড়া বিরোধী রাজনীতিবিদরাও গুজবের আগুনে ঢেলেছেন ঘি। গুজব ছড়িয়েছেন একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের একজন টকশো উপস্থাপকও। এছাড়া সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে গুজব ছড়িয়েছেন এক সময়ের ডাকসাইটে ছাত্রনেতা বর্তমানে একটি দলের নেতৃত্বে থাকা মাহমুদুর রহমান মান্নাও।

দেশে ফিরে শনিবার (১৮ নভেম্বর) মানবিক কাজের মাধ্যমে সমাজে অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে দেশের সেরা ১২ যুব সংগঠনকে ‘জয় বাংলা ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড-২০২৩’ তুলে দিয়েছেন সজীব ওয়াজেদ জয়। সাভারের শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে দেশের ৭৫০টিরও বেশি সংগঠনের মধ্য থেকে ছয় ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার দেয়ার আয়োজক আওয়ামী লীগের গবেষণা উইং সিআরআই’র অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ‘ইয়াং বাংলা’। সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশনের (সিআরআই) প্রধানও সজীব ওয়াজেদ জয়। এই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, আগামী দশ থেকে পনেরো বছর পরে দেশে বিএনপি-জামায়াত নামে কোনো দল থাকবে না।

জয়ের দেশে ফেরা খবরে কেউ কেউ ফেসবুকে লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রী পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় ঢাকায় এসেছেন। উনার দেশে আগমনের মাধ্যমে পিনাকী ভট্টাচার্য, ইলিয়াস হোসেন, কনক সারওয়ারদের মতো অতিকথন আর অতিরঞ্জিত তথ্য ছড়ানো ভিডিও কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের গ্রহণযোগ্যতা পুরোপুরি নষ্ট হলো। চন্দন নন্দীর মতো মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে এরা লাখো মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। অতিরঞ্জিত তথ্য ছড়িয়ে লাখো মানুষকে সাময়িক উত্তেজিত করে হতাশা সৃষ্টি করেছে এরা। দেশে কিছু ঘটলে বা ঘটার সম্ভাবনা থাকলে সেটা সময় হলেই সবাই দেখতে পারবে, না ঘটলে সেটাও সঠিক সময়মতো সবাই প্রত্যক্ষ করবে। তৎপরিবর্তে এসব ইউটিউবাররা অলিক ভবিষ্যদ্বাণী করে মানুষকে দিবাস্বপ্নে বিভোর রেখে মোটিভেশনের বদলে পর্বতসম হতাশ করে ছেড়েছে। চন্দন নন্দীদের প্রোপাগান্ডা থেকে নিজেকে

হেফাজত করুন। এদের আলাদা এজেন্ডা আছে।

প্রথম দিনে মেহেরপুরের দুটি আসনে ফরম কিনেছেন ১৪ জন

মনোনয়ন ফরম বিক্রির প্রথম দিনে মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনে ৭ জন এবং মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন ৭ জন প্রার্থী।

মেহেরপুর-১ আসনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি, সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন, সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অ্যাড, মিয়াজান আলী, আব্দুল মান্নান (ছোট), অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন।

মেহেরপুর-২ আসনে আওয়মী লীগের
দলীয় মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ
করেছেন বর্তমান সংসদ সদস্য ও
গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের
সভাপতি সাহিদুজ্জামান খোকন,

সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল
হোসেন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. শফিকুল আলম, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. নাজমুল হক সাগর, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেসুর রহমান মকুল, সাবেক ছাত্র নেতা রিয়াজ উদ্দিন ।

প্রার্থীদের মধ্যে অধিকাংশরাই নিজে
উপস্থিত হয়ে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া এম এ এস ইমনের পক্ষে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহসভাপতি শারেক রায়হান অরুপ, অ্যাড ইয়ারুল ইসলামের পক্ষে সাবেক যুবলীগ নেতা জসিউর রহমান বকুল মনোনয়ন ফরম সগ্রহ করেছেন।

দলের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত দলীয় মনোনয়নের আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়া যাবে। আগামী মঙ্গলবার বিকাল ৪টার মধ্যে মনোনয়ন ফরম জমা দিতে হবে।
এদিকে এবার অনলাইনেও ফরম পূরণ ও জমা দেওয়া যাবে। এ জন্য স্মার্ট নমিনেশন অ্যাপ নামে একটি অ্যাপ চালু করেছে আওয়ামী লীগ। গুগল প্লে স্টোর বা অ্যাপলঅ্যাপ স্টোর থেকে অ্যাপটি ডাউনলোড করে ইনস্টল করতে হবে। এ ছাড়া নমিনেশনডটএএলবিডি ডটওআরজি ওয়েবসাইট থেকেও অনলাইনে মনোনয়ন ফরম পূরণ করে জমা দেওয়া যাবে।
অনলাইনে ফরম পূরণ ও জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমেই অ্যাপ অথবা ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এর পর লগইন করে নিময়ানুযায়ী ৫০ হাজার টাকা পেমেন্ট সম্পন্ন করার পর মনোনয়ন ফরম পূরণ ও জমা দেওয়া যাবে।
প্রসঙ্গত, আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপ্রত জমা দিতে হবে।

দলীয় কাজে সরকারি সুবিধা নিচ্ছেন না শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগের বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ কার্যালয়ে শনিবার সকাল ১০টায় ব্যক্তিগত গাড়িতে আসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম বিক্রির দলীয় কর্মসূচি উদ্বোধন করে প্রথম ফরমটি তিনিই কিনলেন। ফরম বিক্রির কর্মীরা জানান, আপাতত তিনি ফরম নিয়েছেন, গোপালগঞ্জ-৩ আসনের জন্যে। প্রধানমন্ত্রীর এর পরের কর্মসূচি ছিল রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত। এই কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গভবনে যান সরকারি গাড়িতে। তফসিল ঘোষণার পর থেকে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় কাজ ছাড়া কোন সরকারি সুবিধা নিচ্ছেন না।

শুক্রবার বিকাল ৩টায় আওয়ামী লীগের তেজগাঁও কার্যালয়ে ছিল দলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভা। তফসিল ঘোষণার পর দলের জন্যে

গুরুত্বপূর্ণ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শেখ হাসিনা। এখানেও প্রধানমন্ত্রী আসেন ব্যক্তিগত গাড়িতে। নির্বাচনের খুটিঁনাটি নানা বিষয় নিয়ে তিনি টানা বক্তৃতা করেন কিন্ত সরকারি টেলিভিশন বিটিভি কোন লাইভ সম্প্রচার করেনি। বিটিভির প্রতিবেদক জিহাদুর রহমান জিহাদ জানান, তফসিল ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী সংবাদ সংগ্রহ নিয়ে বিটিভির কিছু পরিবর্তন এসেছে। প্রধানমন্ত্রীর যেকোন কার্যক্রম অন্য গণমাধ্যম যেমন কাভার করে, তারাও সেভাবে করবে। এখানে সরকার প্রধান হিসাবে আলাদা কোন কাভারেজ তিনি পাবেন না। এটা আসলে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা।

এর আগে গত ৩১শে অক্টোবর গণভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধানন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, আরপিও অনুযায়ী নির্বাচনের তফসিল হবে। তারপর থেকে কোনো মন্ত্রী ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবেন না। সুযোগ-সুবিধাও পাবে না। কিন্তু সরকারি ওয়ার্ক চলবে। তিনি জানান, প্রার্থী হওয়ার পর, গণভবনে কোন কনফারেন্স তিনি করবেন না। তখন কোন সংবাদ সম্মেলন করতে হলে, আওয়ামী লীগের আলাদা কোন অফিসে করা হবে। তিনি আরও বলেন, ‘তফসিলের পর থেকে ভোটের ফলাফলের সরকারি গেজেটে প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত ‘নির্বাচন-পূর্ব সময়’। এই সময়ে যে সরকার থাকবে তাদের কার্যক্রমে বেশ কিছু পরিবর্তন আসবে এবং ক্ষমতাও অনেক কমে আসবে। নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সরকার কোনো নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত নেবে না। একই সঙ্গে নতুন কোনো উন্নয়ন প্রকল্পও গ্রহণ করবে না। সরকারের যেসব মন্ত্রী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন, তাদের সুযোগ-সুবিধা কমে আসবে। বিশেষ করে নির্বাচনী প্রচারের তারা কোনো প্রোটোকল পাবেন না। তিনি আরও বলেন, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভারত ও কানাডার মতো সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশে যেভাবে নির্বাচনকালীন সরকার থাকে, সেভাবে চলবে। অর্থাৎ নির্বাচনকালীন সরকার হিসেবে রুটিন ওয়ার্ক পালন করব, যেন সরকার অচল হয়ে না যায়।’

এরই মধ্যে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, যেহেতু তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে তাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার এখন থেকে রুটিন কাজ করে যাবে। নির্বাচনকালীন যে সরকার থাকে তারা পলিসি ডিসিশন নেয় না, যেন একটা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকে। তারা এমন কিছু করবে না, যা জনগণ সরকারকে ভোট দিতে আকৃষ্ট করে। তিনি সংবিধানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, ‘গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২-এর ৫(২) অনুচ্ছেদে বলা আছে, নির্বাচন কমিশন যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় যে

কোনো দায়িত্ব পালনে বা সহায়তা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারবে। ৪৪(ঙ) অনুচ্ছেদ অনুসারে, নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর থেকে ফলাফল ঘোষণার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি ছাড়া বিভাগীয় কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপার এবং তাদের অধস্তন কর্মকর্তাকে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া বদলি করা যাবে না। এ ছাড়া নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনবোধে যে কোনো সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বদলির ব্যবস্থা নিতে পারবে। ‘নির্বাচন কমিশন এ সময় নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১’ প্রয়োগ করতে পারবে।

সব দলকে নির্বাচনে আসার আহ্বান শেখ হাসিনার

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য বিএনপিসহ দেশের সব রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, অপরাধ সংঘটন ও অগ্নিসংযোগের জন্য জাতির কাছে ক্ষমা চেয়ে বিএনপির আসন্ন সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা উচিত।

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে দলের ঢাকা জেলা কার্যালয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রথম সভার সূচনা বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।

নির্বাচনের তপশিল ঘোষণা করা হয়েছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, নির্বাচনের দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত। নির্বাচন করতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে।

বিএনপি-জামায়াতের সহিংসতা ও গাড়িতে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে মানুষ হত্যা ও জানমালের ক্ষতিসাধন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তাদের (বিএনপি-জামায়াত) উচিত অপরাধের জন্য জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং তারপরে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন তাদের অংশগ্রহণ করা।

আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান শেখ হাসিনা

অগ্নিসংযোগ ও সহিংসতায় ভয় না পেয়ে নিয়ম মেনে যথাসময়ে নির্বাচনের তপশিল ঘোষণা করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এ সময় তিনি সময়মতো নির্বাচন যাতে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয় সেজন্য দেশবাসীর সহযোগিতা কামনা করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে এবং তাদের পছন্দের সরকার গঠনের জন্যই এ নির্বাচন। আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশী তাকে দেব’ স্লোগান দিয়ে আপনারা (নির্বাচনে) ভোট দিন।

যুব সমাজের প্রতি ইঙ্গিত করে শেখ হাসিনা বলেন, তার সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করছে। এখন সবাই এর সুফল পাচ্ছে। এখন তার সরকার আগামীতে দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় রয়েছে। তিনি বলেন, আমরা আশা করি, আমরা তাদের (তরুণদের) সহযোগিতা নিয়ে এটি করতে পারব।

তিনি প্রশ্ন তোলেন, যারা খুন করেছে এবং সাধারণ মানুষকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে, তাদের জনগণ কেন ভোট দিতে যাবে, তাদের ওপর আস্থা রাখবে? জনগণ তাদের বিশ্বাস করে না, কারণ তারা খুনি ও ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে চিহ্নিত।

নির্বাচন জনগণের অধিকার এবং এটা তাদের সাংবিধানিক অধিকার উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, নির্বাচনের সময় এসেছে এবং জনগণ ভোট দেবে। জনগণ ভোট দিয়ে যে দলকে নির্বাচিত করবে, সেই দলই সরকার গঠন করবে। তিনি বলেন, তারা (বিএনপি-জামায়াত) জনগণের ওপর আস্থা রাখতে ব্যর্থ হয়ে হামলা চালাচ্ছে।

সূত্র: সমকাল

আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের কর্মী সভা

আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের উদ্যোগে কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় হারদী মীর

সামছদ্দীন আহম্মেদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ কর্মি সভার আয়োজন করা হয়।

কর্মী সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

প্রধান অতিথির বক্তব্য এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন,আওয়ামী লীগ হলো উন্নয়নের সরকার।আওয়ামীলীগ যখনই ক্ষমতায় আসে দেশের উন্নয়ন হয়। দেশের মানুষের কল্যাণে বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা কাজ করে যাচ্ছেন। আর বিএনপি হলো অগ্নি সন্ত্রাসের দল। দেশে কোন উন্নয়ন তারা করেনি। বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল তারা সন্ত্রাসীদের লালন পালন করেছে। মানুষ ঘরে ঘুমাতে পারেনি। গরু বিক্রি করা টাকা সন্ত্রাসীরা নিয়ে গেছে।
রাত বাহিনীর লোকজনকে বাড়ির ছাগল মুরগি জবাই করে খেতে দিতে হয়েছে। চাঁদা দিতে হয়েছে। এই অঞ্চলের মানুষ দুূর্বিসহ জীবন কাটিয়েছে।

বিএনপি ক্ষমতায় থাকার সময় আমাদের নেত্রীকে হত্যার জন্য আর্জেস গ্রেনেড হামলা চালিয়েছিল। এই বোমা বাইরে পাওয়া যায়না। আপনারা আপনাদের লোককে এই বোমা সরবরাহ করেছেন। আল্লাহ’র রহমতে সেদিন নেত্রী প্রাণে বেঁচে গেছে। দেশের মানুষের উপর অত্যাচার নির্যাতন করেছেন। দেশের কোন উন্নয়ন করেননি।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর এই সন্ত্রাস দমন করেছে। তৎকালিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেছিলেন সন্ত্রাসীরা যদি মাটির নীচে থাকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে আসবো। আজকে সন্ত্রাস দমন করেছে আওয়ামীলীগ সরকার। মানুষ আজ সুখে শান্তিতে বসবাস করছে। ফের যদি বিএনপি কোন ভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসে ওই সন্ত্রাসীরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। মানুষকে আবারও বিপদগ্রস্ত হতে হবে। সেজন্য এই কথাগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে।

তিনি বলেন,বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এই ১৫ বছরে দেশের মানুষের জন্য যে উন্নয়ন করেছে,তা আর কেউ করে নাই। আমাদের সরকারের আমলে, সারের জন্য কৃষককে লাইন দিতে হয়না। গুলি খেয়ে মরতে হয়না। গ্রামে গ্রামে রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের মানুষের চিকিৎসার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক করে দেওয়া হয়েছে। ফ্রী ঔষধ দেওয়া হচ্ছে। যে ক্লিনিক বিএনপির আমলে বন্ধ করে দেওয়া

হয়েছিল। সেখানে আজ মানুষ চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন। পদ্মা সেতু নির্মাণ করা হয়েছে,কর্ণফুলি ট্যানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে,মেট্রোরেল চালু হয়েছে। মানুষ সুবিধা ভোগ করছে। প্রত্যেক উপজেলায় মডেল মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এই রাস্তাঘাট স্কুল কলেজ,মসজিদ মাদ্রাসা, ইলেকট্রিসিটিসহ সব ধরনের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন।

আজকে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনাকে আবারও ক্ষমতায় আনতে হবে। নৌকা প্রতিককে বিপুল ভোটে বিজয়ী করতে হবে।

হারদী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ইউপি চেয়ারম্যান আশিকুজ্জামান ওল্টুর সভাপতিত্বে কর্মী সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্নসাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম টোটন জোয়াদ্দার, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সী আলমঙ্গীর হান্নান, মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস,সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদব শহিদুল ইসলাম খান, জেলা আওয়ামীলীগ নেতা শওকত আলী,আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী, চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি আলাউদ্দিন হেলা, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের, জেলা যুবলীগের সাবেক আহবায়ক আরেফিন আলম রঞ্জু, আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন,সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহসভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, হারদী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আইনাল হক, আলমডাঙ্গা উপজেলা সাবেক প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন, পৌর যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু,কালিদাসপুর ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুল হক মিকা,ভাংবাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহানুর রহমান সোহান,ডাউকি ইউপি চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলাম।

সাংগঠিনক সম্পাদক হেলাল মাণ্টারের উপস্থাপনায় আরও উপস্থিত ছিলেন হারদী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহসভাপতি আব্দুর রউফ শিলু,বীর মুক্তিযোদ্ধা লাল মোহাম্মদ জোয়ার্দ্দার,ইউনিয়ন মহিলা আওয়ামীলীগের সভানেত্রী বীরমুক্তিযোদ্ধা মোমেনা খাতুন,বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মালেক,বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু সাঈদ,বীর মুক্তিযোদ্ধা শুকুর মোহাম্মদ,বীর মুক্তিযোদাধা মারফত আলী,বীর মুক্তিযোদ্ধা বজলুর রহমান,আওয়ামীলীগ নেতা দেলোয়ার হোসেন বেল্টু,মজিবুর রহমান,ময়নাল ইসলাম,মিন্টু,আব্দুল গাফ্ফার,তানসেন আলী ফারুক হোসেন টিপু প্রমুখ।

বিএনপি নেতাদের প্রত্যাখ্যান, স্বাগত জানিয়েছে আওয়ামী লীগ

আাগমী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল সন্ধ্যায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার হাবিবুল আওয়াল এ তফসিল ঘোষণা করেন।

তফসিল ঘোষণাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে স্বাগত জানিয়ে আনন্দ মিছিল করা হয়েছে। বিএনপি নেতারা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন বলেন, ‘সরকারের নীল নকশা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্য নিয়ে নির্বাচন কমিশন এই তফসিল ঘোষণা করেছে। আমরা ঘৃণা ভরে এই তফসিল প্রত্যাখ্যান করছি। জনগণকে সাথে নিয়ে আমরা এই নীল নকশাকে প্রতিহত করব এবং মানুষের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনব।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু বলেন,’ আমরা এই তফসিলকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করছ। আমরা এই তফসিল মানি না । তফসিলের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের কেন্দ্রীয় কর্মসূচি পালন করছি এবং মেহেরপুর জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে এই তফসিল কে আমরা প্রতিহত করব।’

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মিয়াজান আলী বলেন, ‘তফসিল ঘোষণা করাতে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমি নির্বাচন কমিশনের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সকলের অংশগ্রহণে নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে বলে আশা করছি। বিএনপি জামায়াতের কোন অপচেষ্টাতেই আসন্ন নির্বাচন বানচাল হওয়া সম্ভাবনা নেই। তারা অবরোধ দেখে নিজেই মাঠে থাকে না হঠাৎ কোনো নাশকতা করে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করে। ‘

জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন বলেন, ‘সংবিধানের যে নিয়ম এই নিয়মের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল তার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এসেছে। এটা একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া। আমরা মনে করি এই তফশীল

মেনে একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা হবে।

আমরা বিশ্বাস করি জনগণ যদি পরিবর্তনের প্রয়োজন মনে করে, এই নির্বাচনের মাধ্যমেই তারা পরিবর্তন করবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের মধ্য থেকে উঠে আসা এবং জনগণকে নিয়েই দাবি আদায় করা একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল। বিএনপি জামায়াত যদি নির্বাচন প্রতিহত করার চেষ্টা করে তবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণকে সাথে নিয়েই তা প্রতিহত করবে। ‘

মেহেরপুর-২ সংসদীয় আসনের সংসদ সদস্য মোহাঃ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, আজকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষিত হয়েছে। এটা জাতির জীবনে প্রত্যাশিত একটি দিন। সমগ্র জাতি এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করছিল। দ্বাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচনের তফশিল নিয়ে সকলে উদ্বিগ্ন ছিল কখন এই তফসিলটি ঘোষণা হবে। সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ এই তফশিল ঘোষণার পরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে এবং আনন্দিত হয়েছে। আশা করছি আগামী সংসদ নির্বাচন সকল দলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হবে এটা আমাদের প্রত্যাশা। এবং সেই নির্বাচনে জনগণ নৌকার পক্ষেই মত দেবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান বলেন, সংবিধান সমুন্নত রেখে নির্বাচন কমিশন জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে। আমি এ ঘোষণাকে স্বাগত জানাচ্ছি।

প্রতিক্রিয়া জানার জন্য জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি আব্দুল হামিদকে ফোন দিয়ে ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়। তাই বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি।

তফসিল ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে চুয়াডাঙ্গায় যুবলীগের আনন্দ

মিছিল

আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রিয়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দারের নেতৃত্ব আনন্দ মিছিল করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর সন্ধ্যা আটটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের কার্যালয় হতে বর্ণাঢ্য আনন্দ মিছিল বাহির হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার হাসান চত্বর ঘুরে আবার জেলা যুবলীগের কার্যালয়ে এসে শেষ হয়।

আনন্দ মিছিল পরবর্তী চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রিয়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দার বলেন, কেন্দ্রীয় যুবলীগের নির্দেশনা মোতাবেক আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর যুবলীগের সকল পর্যায়েয় নেতাকর্মীদের নিয়ে আনন্দ মিছিল বাহির করতে বলা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের পক্ষ থেকে সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের নিয়ে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর পরই আনন্দ মিছিল বাহির করা হয়।

এ সময় তিনি আরও বলেন, আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারও গণতন্ত্রের বিজয় হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আবারো নৌকা ও আওয়ামী লীগের জয় হবে। এ-ই লক্ষ্যে আজ থেকে প্রতিটি পাড়া মহল্লায় কর্মসূচি পালন করবে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগ। একই সঙ্গে বিএনপি জামায়াত ডাকা অবৈধ অবরোধ বাধা দিয়ে যুবলীগের প্রত্যেক নেতাকর্মী অতন্দ্র পহরীর মতো প্রতিটি সরকারি অফিস আদালত ও সাধারণ মানুষের জান মালের রক্ষায় কাজ করবে ও পাহারা দিবে।

উক্ত আনন্দ মিছিলে সভাপতিত্বে করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রিয়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দার।

এ সময় আনন্দ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুবলীগের সদস্য

জুবায়ের আহমেদ সাব্বির, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের যুগ্ন-আহবায় সামসুদ্দোহা মল্লিক হাসু, জেলা আওয়ামী যুবলীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সাজেদুল ইসলাম লাভলু, আজাদ আলী, হাফিজুর রহমান হাপু, আবুবক্কর সিদ্দিক আরিফ, আলমগীর আজম খোকা সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের নেতৃবৃন্দ।